ডিজিটাল উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ সুফল পেতে চাই যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন স্মার্ট নাগরিক তৈরির শিক্ষা

জাতিসংঘ মার্চ ২০২৩-এ অনুষ্ঠেয় নারীর অবস্থা সম্পর্কিত কমিশনের ৬৭তম অধিবেশনের জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত যে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছে তাতে জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য ডিজিটাল উৎকর্ষতার যুগে উদ্ভাবন, প্রযুক্তিগত রূপান্তর ও শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে বর্তমান পৃথিবী ডিজিটাল বিপ্লবের হাত ধরে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, আগামী সময়ে যার ওপর আমাদের নির্ভরতা আরো বাড়বে। এই খাতের অগ্রগতি ও ব্যবহার যাতে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করে সমতা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে পারে তার জন্য দরকার প্রযুক্তির রূপান্তর ও নারী সহায়ক নতুন নতুন আবিষ্কার। পাশাপাশি দরকার সহায়ক শিক্ষা।

ডিজিটাল অগ্রগতির সুবাদে যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে তার অংশভাগী নারীরাও, যা তথ্য আদানপ্রদান ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা থেকে শুরু করে বিনোদন ও বাণিজ্যের প্রয়োজনে আমাদের কাজে লাগছে। প্যাশাপাশি একটা গোষ্ঠী এই ক্ষেত্রটিকে ক্রমবর্ধমানভাবে নারী ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষকে নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে গুজব, ভুলতথ্য ও মিথ্যা ছড়িয়ে, নারীবিরোধী ঘৃণ্য প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে এবং অসহিষ্ণুতা উসকে দিয়ে সমাজে সম্প্রীতি ও সহনশীলতার পরিবেশ বিনষ্ট করছে। এর মাধ্যমে তারা বিদ্যমান বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করছে। অনলাইনে নারীকে হেনস্তাকারী এই গোষ্ঠীকে প্রতিহত করা না গেলে ডিজিটাল খাতের অগ্রগতির সুফল নারীরা সমানভাবে ভোগ করতে পারবে না। সুতরাং বিদ্যমান আইনি, প্রশাসনিক ও জনবল কাঠামোর সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করে এবং প্রয়োজনে সক্ষমতা আরো বাড়িয়ে অনলাইনে নারীকে সার্বিক নিরাপত্তা দিতে হবে। একইসঙ্গে প্রযুক্তিজাত এই সংকটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রযুক্তির উন্নয়ন দিয়েও কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলবার কথা ভাবতে হবে।

যেহেতু ওয়েব স্পেসে নারী নিপীড়নকারীদের একটা বড়ো অংশই শিক্ষিত ও শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষ, কাজেই আইনি প্রতিবিধান ও প্রযুক্তিগত প্রতিরোধের পাশাপাশি টেকসই সুফলের জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর ব্যাপারেও আমাদের ভাবতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই নারীর সমানাধিকার ও মানবাধিকারের প্রতি আস্থাশীল হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। একটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী, ভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী মানুষ, সংবিধান প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনমানসিকতা তৈরি করতে না পারে, তাহলে সেই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আশান্বিত হবার কিছু থাকে না।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যতটা মুখস্থ বিদ্যা অর্জন করে পরীক্ষার বৈতরণী পার হবার কৌশল শিক্ষা দেয়, ততটা চিন্তাভাবনা উসকে দেয় না। বিদ্যমান শিক্ষা যদি মুখস্থবিদ্যার বাইরে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে কোনো কিছু মূল্যায়ন করবার যোগ্যতা তৈরি করতে সক্ষম হতো, তাহলে উচ্চশিক্ষার সনদধারী হয়েও অনেকেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার অধিকারী হতো না, অনলাইনে-অফলাইনে নারীকে হেনস্তা করত না, গুজবে বিভ্রান্ত হয়ে দেশের মানুষ ও সম্পদের ক্ষতি করত না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে জেন্ডার, সংবিধান, ইতিহাস, প্রাথমিক বিজ্ঞান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে সনদধারীরা বের হয় না বলেই পেশাগত দায়িত্বে যুক্ত হবার পর তাদের এসব বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেবার জন্যও প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হয়। এতে রাষ্ট্রের বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় হয়।

শিক্ষাব্যবস্থা যদি সময়ের উপযোগী যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিজ্ঞানমনস্ক স্মার্ট নাগরিক তৈরি করতে না পারে এবং ডিজিটাল উৎকর্ষতা যদি মানুষে মানুষে বৈষম্য না কমিয়ে আরো বাড়িয়ে তোলে, তাহলে তা জাতিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে যেমন কোনো আনুকূল্য দেবে না, তেমনি যুক্তিবুদ্ধিহীন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হুজুগে মানুষ নিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলাও সম্ভব হবে না।